ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1835-1848
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.407

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে সমবায়: প্রমাণতাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ

পূর্ণিমা গুছাইত, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 23.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

According to the realist tradition of Nyāya–Vaiśeṣika philosophy, the Saptapadārtha theory occupies a central place in explaining the structure and diversity of the world. In this context, the present paper examines Samavāya as an independent and nitya ontological category. Following the doctrines of Kaṇāda and Praśastapāda, the nature of Samavāya is analysed based on Ayutasiddhi, Ādhāra–Ādheya-bhāva, and Iha-pratyaya. It is established that Samavāya is not merely a relation but the indispensable ground of ontological unity and Kārya–Kāraṇa-bhāva. The paper further investigates the applicability of Samavāya across five domains: Avayava–Avayavī, Guṇa–Guṇī, Kriyā–Kriyāvān, Jāti–Vyakti, and Nitya-dravya–Viśeṣa. Through this analysis, Samavāya is established as a single and eternal principle, distinct from Saṃyoga and Svarūpa-sambandha, thereby enabling a coherent understanding of the world as an integrated whole rather than a mere aggregate of entities. A critical discussion is undertaken on the epistemological debate between the Naiyāyikas, who uphold Pratyakṣa as the means of Samavāya-siddhi, and the Vaiśeṣikas, who advocate Anumāna. This tension is addressed through the synthetic perspective of Udayanācārya and later thinkers. The study concludes that Samavāya constitutes the foundational basis of ontological order and epistemic structure. Its Svarūpa-lakṣaṇa, classification, and associated debates reveal its indispensable role in establishing the material coherence and philosophical consistency of the Nyāya–Vaiśeṣika system.

Keywords: অযুতসিদ্ধ, আধার-আধেয়, সম্বন্ধ, একত্ব, নিত্যত্ব, কার্য-কারণ, সংযোগ, প্রত্যক্ষ, অনুমান

ভারতীয় দর্শনের আস্তিক ধারার নয়টি প্রস্থানের মধ্যে ন্যায় ও বৈশেষিক অত্যন্ত প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ দুটি সম্প্রদায়। সমান্তরাল লক্ষ্য, মোক্ষলাভের উপায় এবং অভিন্ন তত্ত্বালোচনার কারণে এই দুই দর্শনকে একত্রে 'সমানতন্ত্র' অভিহিত করা হয়। ন্যায়বৈশেষিক মূলত একটি বস্তুবাদী বা বাস্তববাদী (Realist) দর্শন, যা যুক্তিবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার এক সার্থক সমন্বয়। এই দর্শনের মূল ভিত্তি হলো, আমাদের দৃশ্যমান এই বৈচিত্র্যময় জগত অলীক নয়, বরং সম্পূর্ণ বাস্তব ও সত্য। এ জগতের প্রতিটি বস্তু জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশ্য (জ্ঞেয়) এবং নামের দ্বারা পরিচিত বা অভিধেয়। পদের দ্বারা প্রকাশিত বা নির্দিষ্ট হওয়ার কারণেই জাগতিক এই বস্তুসমূহকে 'পদার্থ' বলা হয়। এই দর্শন বিশ্বাস করে যে, এই সকল পদার্থের যথাযথ তত্ত্বজ্ঞান বা যথার্থ অনুভবের মাধ্যমেই মানুষের পরম পুরুষার্থ তথা মুক্তি বা অপবর্গ লাভ সম্ভব।

নব্য-ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের অভিমত অনুযায়ী, এই পরিদৃশ্যমান জগতের সমস্ত জ্ঞেয় বস্তুকে সাতটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যা সপ্ত-পদার্থ নামে পরিচিত। এগুলি হলো- দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাব। এই সপ্ত-পদার্থের মাধ্যমেই জগতের গঠন ও বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করা হয়। এই ক্রমতালিকায় ষষ্ঠ স্থানে অবস্থিত 'সমবায়' কেবল একটি সম্বন্ধই নয়, বরং এটি একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংপ্রকাশ পদার্থ হিসেবে স্বীকৃত। ভারতীয় দর্শনের শাস্ত্রীয় রীতি অনুযায়ী, যে কোনো পদার্থকে সিদ্ধ বা প্রতিষ্ঠা করতে হলে তার সুনির্দিষ্ট লক্ষণ (সংজ্ঞা) এবং উপযুক্ত প্রমাণ (যুক্তি) থাকা আবশ্যক। যেহেতু সকল দার্শনিক সম্প্রদায় সমবায়কে স্বতন্ত্র পদার্থ হিসেবে স্বীকার করে না, তাই যুক্তি ও বিচারবুদ্ধি দিয়ে একে প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন।

মহর্ষি কণাদ প্রবর্তিত বৈশেষিক সূত্রে সমবায়কে কার্যকারণসম্বন্ধের অবিচ্ছেদ্য ভিত্তি হিসেবে নির্দেশ করা হলেও, পরবর্তীকালে প্রশস্তপাদাচার্য তাঁর ভাষ্যে অযুতসিদ্ধি ধারণার মাধ্যমে এই সম্বন্ধকে সুসংহত তাত্ত্বিক রূপ প্রদান করেন। শাস্ত্রীয় পরম্পরায় বহু আচার্য সমবায়ের বিভিন্ন লক্ষণ নিরূপণ করলেও অযুতসিদ্ধি নির্ভর লক্ষণই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। এই প্রেক্ষিতে সমবায় এমন এক নিত্য ও অবিনাশী সম্বন্ধ, যা ইহপ্রত্যয়ের উৎপত্তির মাধ্যমে বিশিষ্টজ্ঞানকে সম্ভব করে এবং জগতকে সমন্বিত বাস্তবতা হিসেবে প্রতিভাত করে।

এই নিবন্ধে বৈশেষিক স্বীকৃত ষষ্ঠ পদার্থ সমবায়ের একটি সামগ্রিক রূপরেখা উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন দার্শনিকের প্রদত্ত লক্ষণের তুলনামূলক বিচার করে সমবায়সিদ্ধির প্রমাণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমবায়কে স্বতন্ত্র পদার্থ হিসেবে গ্রহণের প্রশ্নে ভারতীয় দর্শনে যে মতভেদ বিদ্যমান, তাও এখানে আলোচিত হয়েছে। ন্যায় মতে সমবায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ, পক্ষান্তরে বৈশেষিক মতে এটি অনুমানপ্রমাণগম্য; এই জ্ঞানতাত্ত্বিক বিরোধের যৌক্তিক ভিত্তি অনুসন্ধানই আলোচনার অন্যতম লক্ষ্য। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সমবায়ের স্বরূপ, লক্ষণ ও প্রকারভেদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে এর অন্টোলজিক্যাল অপরিহার্যতা প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমানপ্রমাণের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্বের একটি সমন্বিত ব্যাখ্যা প্রদান করা। এই প্রসঙ্গে আচার্য উদয়নের সমন্বয়মূলক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, যেখানে প্রত্যক্ষ প্রতীতি ও অনুমাননির্ভর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে পরস্পর পরিপূরক হিসেবে গৃহীত হয়েছে। অতএব প্রতিপন্ন করা যায় যে সমবায় কেবল সম্বন্ধমাত্র নয়, বরং কার্যকারণসংগতি, বস্তুগত ঐক্য এবং জ্ঞানশৃঙ্খলার এক অবিচ্ছেদ্য নিত্য ভিত্তি। এর সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও প্রমাণের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমবায়ের প্রকৃত তাৎপর্য উদ্ভাসিত হয় এবং ভারতীয় দর্শনের তাত্ত্বিক ভিত্তি আরও সুসংহত হয়ে ওঠে।

- **সমবায়ের সংজ্ঞা ও লক্ষণ**

সমবায়ের লক্ষণ প্রসঙ্গে মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক দর্শনে একটি কালজয়ী সূত্র প্রদান করেছেন-

"ইহেদমিতি যতঃ কার্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ"[1]।

এই সূত্রের মূল তাৎপর্য হলো, কার্য ও কারণের মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের ফলে 'এই আধারে এই আধেয় বর্তমান' এরূপ অখণ্ড জ্ঞান উদয় হয়, তাকেই সমবায় বলা হয়। এখানে আধার ও আধেয়ের অবিনাভাব সম্বন্ধই প্রধান নির্ণায়ক। ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের পরবর্তী বিকাশে দেখা যায়, যদিও কণাদ মূলত কার্য কারণ সম্বন্ধের উল্লেখ করেছেন, তথাপি নিত্যদ্রব্য ও বিশেষ, অথবা নিত্যদ্রব্য ও নিত্যগুণের মধ্যেও সমবায় স্বীকার

[1] মহর্ষি কণাদ প্রণীত *বৈশেষিক সূত্র*, সপ্তম অধ্যায়, দ্বিতীয় আহ্নিক, ২৬ নম্বর সূত্র (৭.২.২৬)

করা হয়েছে। ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ এই আপাত বৈপরীত্য দূর করে বলেন যে, 'কার্যকারণ' পদটি এখানে ব্যাপক অর্থে গ্রহণীয়। এর দ্বারা কার্য কারণ এবং অকার্য কারণ উভয় ক্ষেত্রেই সমবায়ের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়।

মহর্ষি কণাদের এই সংজ্ঞাকে সুসংহত করতে *উপস্কার* ভাষ্যকার আচার্য শঙ্কর মিশ্র ব্যাখ্যা করেন যে, সূত্রে ব্যবহৃত 'কার্যকারণয়োঃ' পদটি কেবল উপলক্ষণমাত্র। সমবায় কেবল কার্য ও কারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং নিত্য ও অনিত্য, কার্য ও অকার্য উভয় প্রকার পদার্থের মধ্যেই এর প্রযোজ্যতা রয়েছে। যেখানেই আধার আধেয় ভাব বিদ্যমান এবং যা বিশিষ্ট বুদ্ধির বিষয় হয়, সেখানেই সমবায় স্বীকৃত। এই প্রেক্ষিতে সমবায়কে নিত্য ও অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ বলা হয়, যা তন্তু ও পটের ন্যায় দুই সত্তাকে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত করে এবং 'তন্তুতে পট বর্তমান' এরূপ প্রত্যয়ের উদ্রেক ঘটায়। এই ধারণার মাধ্যমে সমবায় কেবল বস্তুগত গঠনের নয়, জ্ঞানগত ঐক্যেরও ভিত্তি হিসেবে প্রতিভাত হয়।

আবার, প্রখ্যাত পণ্ডিত বীর রাঘবাচার্যের বিশ্লেষণানুসারে, মহর্ষি কণাদ তাঁর পূর্ববর্তী প্রসঙ্গের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই সমবায় সূত্রে 'কার্য-কারণ' পদের উল্লেখ করেছিলেন। বৈশেষিক দর্শনের যুক্তি অনুযায়ী, যে সকল বস্তুর মধ্যে 'যুতসিদ্ধি' বা পৃথক অস্তিত্বের অবকাশ থাকে না, তাদের মধ্যে সংযোগ কিংবা বিভাগ সম্ভব নয়। সেই শাস্ত্রীয় যুক্তিতেই মহর্ষি যুতসিদ্ধিহীন কার্য-কারণভাবাপন্ন বস্তুসমূহের আধারে এই বিশেষ সম্বন্ধের অবতারণা করেছেন। যদিও কণাদ তাঁর মূল সূত্রে সরাসরি 'অযুতসিদ্ধ' শব্দটি প্রয়োগ করেননি, তথাপি তাঁর বর্ণনায় এই গূঢ় ধারণাটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নিহিত ছিল। বস্তুত যা যুতসিদ্ধ নয়, তা-ই অযুতসিদ্ধ- আর এই অযুতসিদ্ধ বস্তুদ্বয়ের অবিনাশী সম্বন্ধই যে সমবায়, সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

মহর্ষি কণাদের সূত্রের গূঢ় তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পরবর্তীকালে ভাষ্যকার প্রশস্তপাদাচার্য সমবায়ের লক্ষণকে পূর্ণতা দান করেছেন। তাঁর সুবিখ্যাত লক্ষণটি হলো-

"অযুতসিদ্ধানাম্ আধার্যাধারভূতানাং যঃ সম্বন্ধ ইহ-প্রত্যয়হেতুঃ স সমবায়ঃ"।[2]

অর্থাৎ, যে দুটি পদার্থ 'অযুতসিদ্ধ' (অবিচ্ছেদ্য) এবং যাদের মধ্যে 'আধার-আধেয়' ভাব বিদ্যমান, তাদের মধ্যে যে সম্বন্ধের ফলে 'এখানে এটি আছে'- এরূপ ইহ-প্রত্যয় বা জ্ঞানের উদয় হয়, তাকেই সমবায় বলে। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের বিভিন্ন গ্রন্থে সমবায়ের বহু সংজ্ঞা থাকলেও প্রশস্তপাদ নির্দেশিত এই লক্ষণটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও প্রামাণিক। তিনিই প্রথম সমবায়ের সংজ্ঞায় 'অযুতসিদ্ধি' বা অবিচ্ছেদ্যতার ধারণাটি সুনিশ্চিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করেন। প্রকৃতপক্ষে, সমবায়ের প্রায় প্রতিটি উত্তরকালীন সংজ্ঞাতেই এই অযুতসিদ্ধির বিষয়টি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে; তাই সমবায়ের লক্ষণকে মূলত অযুতসিদ্ধি-ঘটিত লক্ষণ হিসেবেই অভিহিত করা সমীচীন।

প্রাচীন ন্যায় দর্শনে সমবায়ের সুনির্দিষ্ট এবং বিস্তারিত আলোচনা অপেক্ষাকৃত সীমিত থাকলেও, পরবর্তীকালে নব্যনৈয়ায়িকগণ বৈশেষিক সম্প্রদায়ের সংজ্ঞাকেই প্রামাণিক হিসেবে গ্রহণ করে নিজস্ব দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তার গূঢ় ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আচার্য উদয়ন তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ *কিরণাবলী*-তে সমবায়ের সারমর্ম প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন-

"নিত্যপ্রাপ্তিঃ সমবায় ইতি লক্ষণং সূচিতম"।[3]

---

[2] প্রশস্তপাদ। *প্রশস্তপাদভাষ্যম্: পদার্থধর্মসংগ্রহ (ন্যায়কন্দলী ও বিবৃতি টীকাসহ)* । সম্পাদিত এবং অনূদিত: দামোদর চঞ্চল ভট্টাচার্য, ২য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৩, পৃ. ৩০১। মূল গ্রন্থ আনুমানিক ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত।

অর্থাৎ, সমবায় হলো সেই নিত্যপ্রাপ্তি বা অযুতসিদ্ধত্ব, যা দুই সম্বন্ধীর মধ্যে অবিনাশী সংযোগ রক্ষা করে। এই পরম্পরাকে আরও প্রাঞ্জল করে নব্যনৈয়ায়িক অন্নংভট্ট তাঁর *তর্কসংগ্রহ*গ্রন্থে সমবায়ের লক্ষণ দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন-

"সম্বন্ধিভিন্নত্বে সতি নিত্যত্বে সতি সম্বন্ধত্বম্"।[4]

এর নিহিতার্থ হলো, যে সম্বন্ধ তার সম্বন্ধীদ্বয় থেকে ভিন্ন হয়েও স্বয়ং নিত্য, তাকেই সমবায় বলা হয়। একইভাবে প্রখ্যাত নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননও সমবায়কে এই সংজ্ঞার আধারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুতরাং দেখা যায় যে, নব্য-ন্যায় দর্শনে সমবায় কেবল একটি আধার-আধেয় সম্বন্ধ নয়, বরং এটি একটি স্বয়ংপ্রকাশ ও নিত্য তাত্ত্বিক সত্তা।

- **সমবায়ের প্রকারভেদ (পঞ্চবিধ ক্ষেত্র)**

যদিও মহর্ষি কণাদ তাঁর বৈশেষিক সূত্রে সমবায়কে স্বতন্ত্র বিষয়ের পরিবর্তে মূলত কার্য-কারণ নিয়মের অংশ হিসেবেই বিচার করেছিলেন, তথাপি এই সম্বন্ধের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণে 'অযুতসিদ্ধত্ব' এবং 'আধার-আধেয়ভাব'-এই দুটি শর্তই অপরিহার্য। এখানে 'যুত' পদের অর্থ হলো যারা পৃথক বা অসংযুক্ত অবস্থায় স্বাধীনভাবে অবস্থান করতে পারে; কিন্তু 'অযুতসিদ্ধ' বলতে এমন দুটি সত্তাকে বোঝায় যাদের একটির বিনাশ ব্যতিরেকে অন্যটি পৃথকভাবে অবস্থান করতে অসমর্থ (যেমন আকাশ ও তার বিশেষ ধর্ম শব্দ)। সমবায়ের দ্বিতীয় অপরিহার্য শর্তটি হলো আধার-আধেয়ভাব, যার অর্থ হলো একটি বস্তু অন্যটির ওপর আশ্রিত থাকা; যেমন তন্তুতে পটের কিংবা দ্রব্যে গুণের যে অবস্থান, সেখানে একটি আধার বা আশ্রয় এবং অন্যটি আধেয় বা আশ্রিত হিসেবে বর্তমান থাকে। মূলত সমবায় হলো এমন একটি নিত্য সম্বন্ধ যা দুটি অযুতসিদ্ধ বিষয়ের মধ্যে বিদ্যমান থেকে তাদের অবিনাশী ঐক্য রক্ষা করে। প্রখ্যাত নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন তাঁর *ভাষা-পরিচ্ছেদ* ও *সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী*গ্রন্থে সমবায়ের পাঁচটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করেছেন-

> "অবয়বাবয়বিনোর্জাতিব্যক্ত্যোর্গুণগুণিনোঃ। ক্রিয়াক্রিয়াবতোর্নিত্যদ্রব্যবিশেষয়োশ্চ যঃ সম্বন্ধঃ, স সমবায়ঃ।"[5]

১. অবয়ব ও অবয়বী (Part and Whole): কোনো বস্তু (অবয়বী) এবং তার গঠনকারী অংশসমূহের (অবয়ব) মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ থাকে। যেমন- তন্তু (সুতো) হলো অবয়ব এবং পট (কাপড়) হলো অবয়বী। এখানে তন্তুকে ছাড়া পটের কোনো অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

২. গুণ ও গুণী (Quality and Substance): কোনো দ্রব্যের (গুণী) সাথে তার গুণের সম্বন্ধ হলো সমবায়। যেমন- একটি নীল রঙের ঘটের ক্ষেত্রে 'নীল রূপ' হলো গুণ এবং 'ঘট' হলো গুণী। রূপটি সর্বদা ঘটের আধারে আশ্রিত থাকে।

৩. ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান (Action and Agent): কোনো সচল বস্তুর সাথে তার চলন বা ক্রিয়ার সম্বন্ধ। যেমন- একটি চলন্ত বল এবং তার 'চলন' ক্রিয়া। ক্রিয়াটি বস্তুর বিনাশ বা স্থবিরতা ছাড়া পৃথকভাবে থাকতে পারে না।

---

[3] উদয়নাচার্য, *কিরণাবলী*, সম্পা. গৌরীনাথ শাস্ত্রী, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯০, পৃ. ২৬৪।

[4] অন্নংভট্ট। *তর্কসংগ্রহ: দীপিকা টীকা ও সিদ্ধান্ততত্ত্ব ব্যাখ্যাসহ*। সম্পাদিত: পঞ্চানন তর্করত্ন, ৩য় সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৮৮, পৃ. ৮২।

[5] বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন। *ভাষা-পরিচ্ছেদ ও সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী: মুক্তাবলী-সংগ্রহ টীকাসহ*। সম্পাদিত: পঞ্চানন শাস্ত্রী, ২য় সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭০, পৃ. ৪৩৭।

৪. জাতি ও ব্যক্তি (Universal and Particular): কোনো বিশেষ প্রাণীর সাথে তার সাধারণ ধর্মের সম্বন্ধ। যেমন- 'গো-ত্ব' (গরুর সাধারণ ধর্ম বা জাতি) এবং একটি নির্দিষ্ট 'গরু' (ব্যক্তি)। গরুর অস্তিত্ব থাকলেই কেবল তাতে 'গো-ত্ব' জাতিটি সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান থাকে।

৫. বিশেষ ও নিত্যদ্রব্য (Particularity and Eternal Substance): বৈশেষিক দর্শন মতে, পরমাণু বা আকাশের মতো নিত্যদ্রব্যগুলিকে একে অপরের থেকে আলাদা করার জন্য তাদের মধ্যে একটি 'বিশেষ' নামক পদার্থ থাকে। এই নিত্যদ্রব্যের সাথে তার 'বিশেষ'-এর সম্বন্ধই হলো সমবায়।

তবে এখানে একটি সূক্ষ্ম বিচার্য বিষয় হলো, সমবায় যদি কেবল অযুতসিদ্ধ পদার্থের সম্বন্ধ হয়, তবে আত্মা ও তার বিশেষ গুণ চৈতন্যের মধ্যে এই সম্বন্ধের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। ন্যায়মতে আত্মা একটি দ্রব্য এবং চৈতন্য তার গুণ; ফলে এদের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সুষুপ্তি বা মূর্ছাকালে আত্মাতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি থাকে না বলে কেউ কেউ এখানে অযুতসিদ্ধির অভাব ও ফলত সমবায়ের লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা করেন।

নব্য-নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্যগণ 'অযুতসিদ্ধি' লক্ষণের এক সূক্ষ্ম ও যৌক্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে এই অব্যাপ্তি দোষের নিরসন করেছেন। শাস্ত্রীয় সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

"যয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে একমবিনশ্যদবস্থমপরাশ্রিতমেবাবতিষ্ঠতে তাবযুতসিদ্ধৌ"[6]

অর্থাৎ যে দুটি পদার্থের মধ্যে একটি বিনষ্ট না হওয়া পর্যন্ত অন্যটির আশ্রয়েই অবস্থান করে, তারা অযুতসিদ্ধ। এই প্রেক্ষাপটে আত্মা ও চৈতন্যের সম্বন্ধটি অযুতসিদ্ধ হিসেবেই গণ্য হয়। যদিও সুষুপ্তি বা মূর্ছাকালে আত্মাতে চৈতন্যের অভিব্যক্তি থাকে না, তবুও চৈতন্য যখনই উৎপন্ন হয়, তা সর্বদা আত্মাকেই আশ্রয় করে থাকে; আত্মা ব্যতীত অন্য কোনো দ্রব্যে (যেমন ঘট বা পটে) এর অস্তিত্ব অসম্ভব। অযুতসিদ্ধির প্রকৃত অর্থ আধেয়কে সর্বদা আধারে বর্তমান থাকা নয়, বরং আধেয়টি যখনই বর্তমান থাকবে, তখন তার সেই নির্দিষ্ট আধারেই অবস্থান করা। যেহেতু চৈতন্য একটি অনিত্য বিশেষ গুণ, তাই সুষুপ্তিকালে তার অভাব ঘটলেও তা অযুতসিদ্ধির মূল শর্তকে ক্ষুণ্ণ করে না। সুতরাং, এই আশ্রিতাবস্থা ও গুণ-গুণী সম্বন্ধের নিরিখে আত্মা ও চৈতন্যের যোগসূত্রটি সমবায় হিসেবেই সিদ্ধ হয় এবং সেখানে কোনো অব্যাপ্তি দোষের অবকাশ থাকে না। পরিশেষে বলা যায়, অযুতসিদ্ধি মানে 'সর্বদা উপস্থিতি' নয়, বরং 'অন্যত্র আশ্রিত না হওয়া'- যার ফলে চৈতন্য ও আত্মার অবিনাশী সম্বন্ধটি যৌক্তিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে সমবায়ের অস্তিত্ব নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। মূলত ন্যায়-বৈশেষিক এবং মীমাংসক দর্শনের প্রভাকর পন্থী (গুরুমত) ব্যতীত অন্য কোনো সম্প্রদায়ই সমবায়কে স্বতন্ত্র পদার্থ হিসেবে স্বীকার করেননি; বরং তারা কঠোর যুক্তির মাধ্যমে একে খণ্ডন করেছেন। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ ক্ষণিকবাদ ও অনাত্মবাদে বিশ্বাসী হওয়ায় তাঁরা অবয়ব-অবয়বীর কোনো স্থায়ী সম্বন্ধ বা সমবায় স্বীকার করেন না। অন্যদিকে, শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্ত মতে সমবায় একটি অসম্ভব ধারণা, কারণ তাঁদের মতে এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কোনো স্বতন্ত্র সম্বন্ধী বা সম্বন্ধ থাকতে পারে না; তাঁরা সমবায়কে অনবস্থা দোষে (Infinite Regress) দুষ্ট বলে অগ্রাহ্য করেন। এমনকি সাংখ্য দর্শনও 'অযুতসিদ্ধ'

[6] অন্নংভট্ট। *তর্কসংগ্রহ: দীপিকা টীকা ও সিদ্ধান্ততত্ত্ব ব্যাখ্যাসহ*। সম্পাদিত: পঞ্চানন তর্করত্ন, ৩য় সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৮৮, পৃ. ৮২।

সম্বন্ধের পরিবর্তে 'তাদাত্ম্য' বা অভেদ সম্বন্ধেই গুরুত্বারোপ করেছে। সুতরাং, ন্যায়-বৈশেষিক ও প্রভাকর মীমাংসকগণই এই অযুতসিদ্ধ ও নিত্য সম্বন্ধের প্রধান প্রবক্তা।

- **সমবায়ের একত্ব ও নিত্যত্ব (Unity of Samavaya & Eternity of Samavaya):**

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে সমবায়ের একত্ব ও নিত্যত্ব ধর্ম দুটি অত্যন্ত মৌলিক এবং তাত্ত্বিক গুরুত্বসম্পন্ন। প্রশস্থপাদভাষ্যে সমবায়কে "নিত্যং একত্বাবৎ" বলে অভিহিত করা হয়েছে, কারণ এটি স্বরূপত অদ্বৈত ও অখণ্ড। বৈশেষিকগণের মতে, জগতজুড়ে অনন্ত গুণ, কর্ম বা জাতি থাকলেও তাদের আধারের সঙ্গে যুক্ত করার মূল 'সম্বন্ধ-শক্তি' বা সূত্রটি অভিন্ন। তাঁদের প্রধান যুক্তি হলো, যেহেতু সমবায়ের লক্ষণ তথা অযুতসিদ্ধি-ঘটিত ইহ-প্রত্যয়হেতুত্ব সর্বত্র এক, তাই প্রতি আধারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সমবায় কল্পনা করার কোনো যৌক্তিক প্রয়োজন নেই। ঠিক যেমন একটি প্রদীপ অসংখ্য বস্তুকে আলোকিত করলেও তার প্রকাশিকা শক্তি এক, তেমনি একটি একক সমবায়ই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ রক্ষা করে। যদিও সম্বন্ধীভেদে (যেমন ঘট বা পট) সমবায়ের পরিচয় ভিন্ন মনে হয়, কিন্তু লোকপ্রত্যক্ষে আধার-আধেয় বোধের যে অবিভাজ্য প্রতীতি ঘটে, তা সমবায়ের একত্ব ও অবিভেদ্যতাই প্রমাণ করে। যেমন লাল তুলোর রক্তিমতার ন্যায় বিষয়গুলো সর্বদা অভিন্ন ও অবিভাজ্যভাবেই প্রতীত হয়। বৈশেষিকমতে অনুমানের মাধ্যমেও এটি সিদ্ধ হয় যে, ব্যক্তি (ভেদ) ও জাতির (অভেদ) মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের জন্য একটি একক সম্বন্ধ আবশ্যক, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো গৌর গো-ব্যক্তিতে গো-জাতি ও ব্যক্তির অভিন্ন সমন্বয়। অন্যথায় জাগতিক শৃঙ্খলায় বৈপরীত্য দেখা দিত। সুতরাং, সমবায় সপ্ত-পদার্থের এমন এক ষষ্ঠ পদার্থ, যা দ্রব্য-গুণ বা অবয়ব-অবয়বীর মধ্যে একক যোগসূত্র হিসেবে বিদ্যমান।

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের সিদ্ধান্তানুসারে সমবায় আবার একটি নিত্য (Eternal) সম্বন্ধ, যার নিজস্ব কোনো উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। সংযোগ যেমন দুটি পৃথক বস্তুর মিলনে উৎপন্ন হয় এবং বিচ্ছেদে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সমবায় সেভাবে অনিত্য নয়; বরং যা সৎ অথচ অকারণবৎ, তা-ই নিত্য। শংকর মিশ্র তাঁর 'উপস্কার' ভাষ্যে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, সমবায়ের কোনো নির্দিষ্ট কারণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়; কারণ পট যে সম্বন্ধে তন্তুতে আশ্রিত থাকে, ঘটও সেই একই নিত্য সম্বন্ধে কপালে অবস্থান করে এবং সর্বত্র একরূপ 'ইহ-প্রত্যয়' বা বিশিষ্ট বুদ্ধির উদয় ঘটায়। প্রশস্তপাদভাষ্যের মতে, আধার (তুলা) ও আধেয়-র (রক্তিম গুণ) মধ্যেকার এই স্বাভাবিক ও অপরিবর্তনীয় বন্ধনটিই সমবায়। যদি সমবায় অনিত্য হতো, তবে গুণ বা কর্মের বিনাশে আধারেরও বিনাশ ঘটত; কিন্তু লৌকিক প্রত্যক্ষে দেখা যায় যে রক্তিমতা অপসারিত হলেও তুলার অস্তিত্ব অবিচ্ছিন্ন থাকে। বৈশেষিকমতে পরমাণুর নিত্যতা এবং গৌর গো-ব্যক্তিতে গো-জাতির অবিনশ্বর আধার-আধেয় ভাব বজায় রাখতে সমবায়কে নিত্য হওয়া আবশ্যক। অন্যথায়, ব্যক্তি বা গুণের বিনাশে জাতি বা ধর্মের চিরায়ত সম্বন্ধটি বিলুপ্ত হয়ে জাগতিক শৃঙ্খলায় ব্যাঘাত ঘটত। সুতরাং, সমবায় স্বয়ংপ্রকাশ এবং অন্য কোনো সম্বন্ধের ওপর নির্ভরশীল নয় বলেই এটি এক অনাদি ও অনন্ত পারমার্থিক সত্তা।

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের আরোও যুক্তি হলো, সমবায় যদি অনিত্য হতো, তবে তার উৎপত্তির জন্য অন্য কোনো সম্বন্ধের প্রয়োজন হতো, যা প্রকারান্তরে অনবস্থা দোষের (Infinite Regress) সৃষ্টি করত। যেহেতু সমবায় স্বয়ং একনিষ্ঠ ও স্বতন্ত্র পদার্থ, তাই এর অস্তিত্ব অন্য কোনো সম্বন্ধের ওপর নির্ভরশীল নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধীদ্বয় (যেমন তন্তু ও পট) বর্তমান থাকে, ততক্ষণ তাদের মধ্যবর্তী সমবায় সম্বন্ধটি অবিনাশীভাবে বিদ্যমান থাকে। এমনকি প্রলয়কালেও যখন স্থূল জগত বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তখনো পরমাণু ও

তার 'বিশেষ' পদার্থের মধ্যেকার সমবায় নিত্যকাল অবস্থান করে। এই অবিনাশী আধার-আধেয় ভাবই প্রমাণ করে যে সমবায় কালজয়ী ও শাশ্বত।

নব্য-নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি এবং মীমাংসক প্রভাকর সমবায়কে অনিত্য ও বহু বলে অভিমত দিলেও, প্রাচীন ন্যায়বৈশেষিক আচার্যগণ এই মত খণ্ডন করে এর একত্ব ও নিত্যত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁদের মতে, জগতজুড়ে 'কপালে ঘট নষ্ট হয়েছে'- এরূপ জ্ঞান লৌকিক হলেও 'ঘট-সমবায় নষ্ট হয়েছে'- এরূপ প্রতীতি কখনো ঘটে না; যা প্রমাণ করে যে আধেয় নষ্ট হলেও সম্বন্ধটি অর্থাৎ সমবায় অবিনাশী। তাত্ত্বিক বিচারে সমবায় প্রাগভাবের অপ্রতিযোগী; আর যে ভাবপদার্থের প্রাগভাব নেই, তা অপরিহার্যভাবেই নিত্য। দার্শনিকদের মতে, আমাদের যে 'বিশিষ্ট বুদ্ধি' বা আধার-আধেয় বোধ (যেমন- 'এই ঘটে রূপ আছে') উৎপন্ন হয়, তার মূল ভিত্তি হলো এই সমবায়। যদি সমবায় অনিত্য বা অনেক হতো, তবে আমাদের এই শাশ্বত বিশিষ্ট বুদ্ধিতে অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। সুতরাং, সমবায়ের একত্ব ও নিত্যতাই জগতের বস্তুগত শৃঙ্খলার মূল চাবিকাঠি।

- **সমবায় এবং অন্যান্য সম্বন্ধ**

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে সংযোগ ও স্বরূপ সম্বন্ধের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও কেন সমবায়কে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ হিসেবে স্বীকার করা প্রয়োজন, সেই প্রশ্নটি অত্যন্ত মৌলিক। এই দর্শনের প্রবক্তাগণ অত্যন্ত সুসংগত যুক্তির মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, সমবায়কে কখনোই সংযোগ সম্বন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। মূলত সংযোগ ও সমবায়ের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্যই সমবায়ের অস্তিত্বকে অপরিহার্য করে তোলে।

সংযোগের সঙ্গে পার্থক্য: সংযোগ হলো একটি 'যুতসিদ্ধ' সম্বন্ধ, যা কেবল দুটি পৃথক ও স্বাধীন অস্তিত্বসম্পন্ন দ্রব্যের (যেমন- টেবিল ও কলম) সাময়িক মিলন মাত্র; যেখানে সম্বন্ধী দুটিকে বিচ্ছিন্ন করলেও তাদের নিজস্ব সত্তা ক্ষুণ্ণ হয় না। অন্যদিকে, সমবায় হলো একটি 'অযুতসিদ্ধ' সম্বন্ধ, যেখানে সম্বন্ধীদ্বয় (প্রতিযোগী ও অনুযোগী) পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। যেমন- গুণ ও গুণী কিংবা অবয়ব ও অবয়বীর ক্ষেত্রে একটিকে ব্যতিরেকে অন্যটির অস্তিত্ব কল্পনা করা অসম্ভব। সংযোগ কেবল দুটি দ্রব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু সমবায় দ্রব্য-গুণ, দ্রব্য-কর্ম বা জাতি-ব্যক্তির মতো বহুবিধ সম্বন্ধীযুগলের মধ্যে এক নিত্য আধার-আধেয় ভাব রক্ষা করে। সুতরাং, এই অবিনাশী ও অযুতসিদ্ধ যোগসূত্রটি ব্যাখ্যার জন্যই সমবায়কে একটি স্বতন্ত্র ও শাশ্বত পদার্থ হিসেবে স্বীকার করা যুক্তিসিদ্ধ।

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের বিচারে সংযোগ ও সমবায়ের মধ্যে আরও একটি মৌলিক পার্থক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিত্যতা ও অনিত্যতার নিরিখে সমবায় একটি নিত্য সম্বন্ধ; এর নিজস্ব কোনো উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। অন্যদিকে, সংযোগ সর্বদা অনিত্য, কারণ এটি দুটি পৃথক বস্তুর মিলনে উৎপন্ন হয় এবং বিয়োগ বা বিভাজনের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যায়, অর্থাৎ সংযোগ বহু এবং ক্ষণস্থায়ী। এদের মধ্যে আরোও একটি গভীর পদার্থগত পার্থক্য বিদ্যমান। বৈশেষিক মতে, সমবায় নিজেই সপ্ত-পদার্থের অন্তর্গত একটি স্বতন্ত্র পদার্থ। পক্ষান্তরে, সংযোগ কোনো স্বাধীন পদার্থ নয়, বরং এটি চতুর্বিংশতি (২৪টি) গুণের অন্তর্ভুক্ত একটি বিশেষ গুণ মাত্র। যদিও উভয়ই সম্বন্ধ হিসেবে কাজ করে, তথাপি সংযোগ যেখানে গুণের আশ্রয়ে থাকে, সমবায় সেখানে স্বয়ং এক সম্বন্ধরূপ স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে জগতকে অবিচ্ছেদ্যভাবে গেঁথে রাখে।

সংযোগ ও সমবায়ের পার্থক্যের ক্ষেত্রে আধার-আধেয় ভাব এবং ব্যাপ্তি বা একত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দুটি বিচার্য বিষয়। সমবায়ের ক্ষেত্রে সর্বদা একটি সুনির্দিষ্ট আধার (Container) এবং অন্যটি আধেয় (Content)

হিসেবে অবস্থান করে, যেমন পটে নীল রূপের অবস্থানে পট হলো আধার এবং রূপ হলো আধেয়। কিন্তু সংযোগের ক্ষেত্রে এই আধার-আধেয় ভাবের আবশ্যকতা নেই; সেখানে উভয় বস্তুই পরস্পরের সঙ্গে সমানভাবে যুক্ত থাকে (যেমন দুটি হাতের তালুর সংযোগ)। আবার সমবায় সমগ্র জগতজুড়ে এক ও অভিন্ন, যা এক অখণ্ড সম্বন্ধ-শক্তি হিসেবে কাজ করে। পক্ষান্তরে, সংযোগ বস্তুভেদে ভিন্ন ভিন্ন এবং বহু; অর্থাৎ দুটি কলমের সংযোগ এবং দুটি বইয়ের সংযোগ সম্পূর্ণ আলাদা দুটি গুণ বা ঘটনা। সুতরাং, সমবায়ের এই একত্ব ও নিশ্চিত আধার-আধেয় ভাবই একে সংযোগ থেকে পৃথক এক অনন্য মর্যাদা দান করেছে।

স্বরূপ সম্বন্ধের সঙ্গে পার্থক্য: সমবায় আবার স্বরূপ সম্বন্ধও হতে পারেনা। কারণ, ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে সমবায় এবং স্বরূপ সম্বন্ধের মধ্যেও সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক পার্থক্য বিদ্যমান। সমবায় হলো একটি স্বতন্ত্র নিত্য পদার্থ, যা অযুতসিদ্ধ দুটি বস্তুর মধ্যে আধার-আধেয় ভাব রক্ষা করে (যেমন- তন্তু ও পট)। অন্যদিকে, স্বরূপ সম্বন্ধ কোনো স্বতন্ত্র পদার্থ নয়; এটি সম্বন্ধীদ্বয়ের নিজস্ব প্রকৃতিরূপ বা স্বরূপাত্মক একটি সম্বন্ধ মাত্র। সমবায়ের ক্ষেত্রে সম্বন্ধী (অনুযোগী ও প্রতিযোগী) এবং সম্বন্ধ সম্পূর্ণ ভিন্ন (যেমন- ঘট এবং ঘটে থাকা সমবায় এক নয়); কিন্তু স্বরূপ সম্বন্ধে সম্বন্ধটি সম্বন্ধীর চেয়ে আলাদা কিছু নয় (যেমন- ভূতলে ঘটাভাবের ক্ষেত্রে 'অভাব' ও 'ভূতল' নিজেই এখানে সম্বন্ধের ভূমিকা পালন করে)। এছাড়া, স্বরূপ সম্বন্ধ যেমন নিত্য হয় তেমনি অনিত্যও হতে পারে, কিন্তু সমবায় সর্বদা নিত্য। বিশেষত, 'রূপবান ঘটঃ' এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিবার ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করলে গৌরব দোষ হয়; তাই ন্যায়বৈশেষিক দার্শনিকগণ লাঘব হেতু এক ও নিত্য সম্বন্ধ রূপে সমবায়কে স্বীকার করেছেন। সমবায় জগতজুড়ে এক ও অখণ্ড হলেও স্বরূপ সম্বন্ধ বস্তুর প্রকৃতিভেদে অনন্ত ও বিচিত্র হতে পারে। নব্য-নৈয়ায়িকগণের মতে, যেখানে সমবায় বা সংযোগের মতো কোনো বাহ্যিক সম্বন্ধ সম্ভব নয় (যেমন- অভাব বা কালের ক্ষেত্রে), সেখানেই স্বরূপ সম্বন্ধের কল্পনা করা হয়। মূলত সমবায় একটি স্বতন্ত্র বস্তুগত যোগসূত্র, আর স্বরূপ সম্বন্ধ হলো সম্বন্ধীর নিজস্ব অস্তিত্বের এক বিশেষ পারমার্থিক অবস্থা।

- **আন্তঃসম্বন্ধ ও বহিঃসম্বন্ধ**

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনেই 'সম্বন্ধ' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিচার্য বিষয়। ভারতীয় দর্শনে সংযোগ ও সমবায়ের ন্যায় নানা সম্বন্ধের উল্লেখ থাকলেও ন্যায়-বৈশেষিক প্রস্থানে সমবায়কে একটি স্বতন্ত্র 'পদার্থ' হিসেবে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শনে সম্বন্ধকে মূলত আন্তঃসম্বন্ধ (Internal Relation) ও বহিঃসম্বন্ধ (External Relation)- এই দুই ধারায় বিন্যস্ত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আধুনিককালে ড. রাধাকৃষ্ণানসহ অনেক দার্শনিক এই দুই ধারার তুলনা করতে গিয়ে জানিয়েছেন যে, সংযোগ হলো একটি বহিঃসম্বন্ধ এবং সমবায় হলো আন্তঃসম্বন্ধ; যদিও কিছু ভাষ্যকার সমবায়কেও বহিঃসম্বন্ধ হিসেবে অভিহিত করেছেন। আন্তঃসম্বন্ধের ক্ষেত্রে সম্বন্ধীদ্বয় (Relata) একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে টিকে থাকতে পারে না, যাকে ভারতীয় দর্শনের পরিভাষায় 'অসম্বন্ধ অবস্থায় অসিদ্ধ' বলা হয়। অর্থাৎ, এই সম্বন্ধের মাধ্যমেই সম্বন্ধী দুটির নিজস্ব স্বরূপ নির্ধারিত হয় এবং সম্বন্ধটিকে তার সম্বন্ধীগুলো থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন কিছু হিসেবে গণ্য করা যায় না। অন্যদিকে, বহিঃসম্বন্ধের ক্ষেত্রে সম্বন্ধটি না থাকলেও সম্বন্ধী দুটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না এবং এটি সম্বন্ধীদের নিজস্ব প্রকৃতিতে কোনো পরিবর্তন আনে না; এখানে সম্বন্ধটি তার সম্বন্ধীদ্বয় থেকে সম্পূর্ণ অতিরিক্ত ও স্বতন্ত্র একটি সত্তা হিসেবে বিদ্যমান থাকে। সহজ কথায়, সম্বন্ধ থাকা বা না থাকার ওপর প্রতিযোগী বা অনুযোগীর নিজস্ব স্বরূপ পরিবর্তন নির্ভর করে না।

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের পরিভাষায়, সমবায় একটি স্বতন্ত্র সম্বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও তা সম্বন্ধীর স্বরূপে কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটায় না; একারণেই সমবায়কে পাশ্চাত্য দর্শনের 'আন্তঃসম্বন্ধ' বলা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত নয়। ভারতীয় দর্শনে 'অযুতসিদ্ধত্ব' বলতে মূলত সম্বন্ধীদ্বয়ের মধ্যে অন্তত একটির (যেমন- গুণের ক্ষেত্রে দ্রব্য) অসম্পৃক্ত অবস্থায় অস্তিত্বহীনতাকে বোঝায়, যা সমবায়ের পাঁচটি ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য নয়। অবয়ব-অবয়বী সম্বন্ধের বিশ্লেষণে দেখা যায়, কাপড় (অবয়বী) ধ্বংস হলেও সুতো (অবয়ব) তার নিজ অস্তিত্বে অটুট থাকে; অর্থাৎ অযুতসিদ্ধ থাকার শর্তটি এখানে অবয়বীর জন্য আবশ্যিক হলেও অবয়বের জন্য নয়। যেহেতু এই সম্বন্ধ সুতোর মূল স্বরূপ বা প্রকৃতি পরিবর্তন করে না, তাই একে পাশ্চাত্য সংজ্ঞায় আন্তঃসম্বন্ধ বলা চলে না।

ন্যায়-বৈশেষিকদের অসৎকার্যবাদ অনুযায়ী, 'অযুতসিদ্ধত্ব' বা অবিচ্ছেদ্যতার শর্তটি গুণ, কর্ম বা জাতির ক্ষেত্রে আবশ্যিক হলেও দ্রব্য বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা সবসময় খাটে না। তাঁদের মতে, কারণ (দ্রব্য) কার্যের (গুণ বা কর্ম) ঠিক পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নির্গুণ বা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় স্বতন্ত্রভাবে সিদ্ধ হতে পারে, যদিও গুণ বা কর্ম দ্রব্য ব্যতিরেকে অস্তিত্বশীল হতে পারে না। একইভাবে, ব্যক্তি বিনাশপ্রাপ্ত হলেও জাতি (যেমন: গো-ত্ব) তার নিত্য স্বভাবের কারণে বুদ্ধিগোচর থাকে। অর্থাৎ, সমবায় সম্বন্ধে দুটি সম্বন্ধীর মধ্যে অন্তত একটি (যেমন গুণ, কর্ম বা অবয়বী) অপরটির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হলেও, অন্যটি (যেমন দ্রব্য বা অবয়ব) স্বতন্ত্র থাকতে পারে। এর ফলে পাশ্চাত্য 'আন্তঃসম্বন্ধ'-এর মতো এখানে উভয় সম্বন্ধীর স্বরূপ পরিবর্তন বা পারস্পরিক অসিদ্ধতা অনিবার্য নয়।

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের পঞ্চবিধ সমবায়ের অন্তিম ক্ষেত্রটি হলো নিত্যদ্রব্য ও বিশেষের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। যেহেতু 'বিশেষ' নামক পদার্থটি সর্বদা নিত্যদ্রব্যকেই (যেমন পরমাণু) আশ্রয় করে অবস্থান করে, তাই সম্বন্ধীর নিত্যত্ববশত একেও নিত্য বলা হয়। অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তির ন্যায় এদের সম্পর্কও অযুতসিদ্ধ এবং আধার-আধেয় ভাবে বিন্যস্ত। তবে এই সমবায় সম্বন্ধটি সম্বন্ধীদ্বয়ের স্বরূপে কোনো মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে না; কারণ বিশেষের কোনো পরিবর্তন ঘটলে নিত্যদ্রব্যের নিজস্বতা বা প্রাতিস্বিক পরিচয়ই বিলুপ্ত হয়ে যেত। সারসংক্ষেপে বলা যায়, সমবায় সম্বন্ধের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিযোগী অথবা অনুযোগী- উভয় সম্বন্ধীর মধ্যে অন্তত একজন সম্বন্ধ দ্বারা অপরিবর্তিত (Unmodified) থাকে। এই বৈশিষ্ট্যই প্রমাণ করে যে, সমবায় যেমন অযুতসিদ্ধ বস্তুকে যুক্ত রাখে, তেমনি সম্বন্ধীদের নিজস্ব সত্তা ও স্বরূপকেও অক্ষুণ্ণ রাখতে সহায়তা করে।

পূর্ববর্তী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সমবায়কে পাশ্চাত্য দর্শনের 'আন্তঃসম্বন্ধ' হিসেবে গণ্য করার কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই। আন্তঃসম্বন্ধের মূল শর্ত হলো সম্বন্ধটি সম্বন্ধীদ্বয়ের স্বরূপগত পরিবর্তন ঘটাবে, কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক সিদ্ধান্তে সমবায় সম্বন্ধীদের নিজস্ব প্রকৃতি বা স্বতত্ত্ব অক্ষুণ্ণ রাখে। অন্যদিকে, সমবায়কে সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য 'বহিঃসম্বন্ধ' বলাও সম্ভব নয়; কারণ বহিঃসম্বন্ধের ক্ষেত্রে সম্বন্ধী দুটি স্বতন্ত্রভাবে টিকে থাকতে পারে, কিন্তু সমবায়ের ক্ষেত্রে অবয়বী, গুণ বা কর্ম তাদের আধার ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন। যেহেতু সমবায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো পাশ্চাত্য দর্শনের কোনো নির্দিষ্ট ঘরানার সাথেই পূর্ণাঙ্গভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তাই ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে একে একটি 'স্বতন্ত্র পদার্থ' হিসেবে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় দার্শনিকদের নিকট পাশ্চাত্য এই শ্রেণিবিন্যাস বিশেষ গুরুত্ববহ ছিল না; কারণ তাঁরা সমবায় ছাড়াও সংযোগ বা স্বরূপের ন্যায় ভিন্নধর্মী সম্বন্ধের সার্থকতা স্বীকার করতেন। পরিশেষে বলা যায়, সমবায়কে

পাশ্চাত্য দর্শনের ছাঁচে ফেলে অনুধাবনের চেষ্টা করা খুব একটা ফলপ্রসূ বা যুক্তিযুক্ত নয়; বরং এটি ভারতীয় দর্শনের নিজস্ব তাত্ত্বিক কাঠামোর এক সার্থক ও স্বতন্ত্র পারমার্থিক সত্তা।

- **সমবায়সিদ্ধির প্রমাণ**

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক দর্শনে সমবায়ের স্বরূপ নিয়ে ঐক্যমত্য থাকলেও এর প্রমাণ বা অস্তিত্ব সিদ্ধির উপায় নিয়ে এক গভীর মৌলিক বিরোধ বিদ্যমান। বৈশেষিক আচার্য প্রশস্তপাদের মতে, সমবায় প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, বরং তা 'অয়মিতি প্রত্যয়' বা বিশিষ্ট জ্ঞানের অনুপপত্তি হেতু 'অনুমান' প্রমাণের সাহায্যে সিদ্ধ হয় (যথা: 'তন্তুব্যতিরিক্তঃ পটো নাস্তি, তন্তুভ্যঃ পৃথগুপলব্ধ্যভাবাৎ')। অন্যদিকে, নব্য-নৈয়ায়িকগণ মনে করেন, সমবায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে 'বিশেষণতা' অলৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা প্রত্যক্ষ গোচর হয়। ভারতীয় যুক্তিবিদ্যার এই জ্ঞানতাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব কেবল প্রমাণের প্রকারভেদ নয়, বরং পদার্থতত্ত্বের গভীর দৃষ্টিভঙ্গিকে স্পর্শ করে। যদিও পরবর্তীকালে টীকাকারগণ এই বিরোধ সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন, তবুও প্রত্যক্ষ বনাম অনুমানের এই দ্বান্দ্বিক অবস্থান ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এক অনন্য বৌদ্ধিক তর্কের আধার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ন্যায় মত (প্রত্যক্ষ): মহর্ষি গৌতম প্রবর্তিত ন্যায়দর্শনে চতুর্বিধ প্রমাণ- প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ- এর মধ্যে প্রত্যক্ষকেই জ্যেষ্ঠ ও প্রধান প্রমাণরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ন্যায়সূত্র (১.১.৪) অনুসারে-

"ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানম্ অব্যপদেশ্যম্ অব্যভিচারী ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্"[7]

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষজাত, অব্যভিচারী ও নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই প্রত্যক্ষ। নব্যনৈয়ায়িকদের মতে "প্রত্যক্ষস্য সাক্ষাৎকারিত্বং লক্ষণম্"[8], অর্থাৎ অবিলম্ব, অপরোক্ষ প্রতীতিই প্রত্যক্ষের প্রকৃত স্বরূপ। প্রাচীন ন্যায় মতে ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের মুখ্য শর্ত হলেও, ইন্দ্রিয় (দ্রব্য) সরাসরি গুণ বা জাতির সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে না। এই তাত্ত্বিক সমস্যার সমাধানে নৈয়ায়িকগণ ষড়বিধ সন্নিকর্ষের তত্ত্ব প্রবর্তন করেন। ফলে ঘটের রূপ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে 'সংযুক্ত-সমবায়' এবং রূপের জাতি (যেমন নীলত্ব) উপলব্ধির ক্ষেত্রে 'সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়' সন্নিকর্ষ কার্যকর হয়। এই প্রেক্ষিতে 'সমবায়' (অযুতসিদ্ধ নিত্যসম্বন্ধ) বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। নৈয়ায়িকরা সমবায়কে অভাবের ন্যায় আধারের বিশেষণরূপে গণ্য করেন এবং 'বিশেষণ-বিশেষ্যভাব' বা 'বিশেষণতা'-সন্নিকর্ষের মাধ্যমে এর প্রত্যক্ষতা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের মতে সমবায় কোনো অতীন্দ্রিয় অনুমেয় সত্তা নয়, বরং লৌকিক ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজাত প্রত্যক্ষপ্রমাণগম্য পদার্থ এবং এটি সর্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

আচার্য গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রবর্তিত নব্যন্যায় দর্শনে সমবায় সম্বন্ধের প্রত্যক্ষযোগ্যতা এক অনন্য তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বৈশেষিকগণ সমবায়কে অনুমেয় মনে করলেও নব্যনৈয়ায়িকগণের মতে আধার ও আধেয় উভয়ই যদি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তবে তাদের মধ্যবর্তী অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধটিও প্রত্যক্ষসিদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনুমানের তুলনায় প্রত্যক্ষের নিশ্চয়তা ও অব্যভিচারিত্ব অধিক হওয়ায় 'নীল ঘট' বা 'রক্তবর্ণ তন্তু' প্রত্যক্ষকালে দ্রব্য ও গুণের সঙ্গে তাদের সমবায় সম্বন্ধটিও বিশেষণতা সন্নিকর্ষের মাধ্যমে অবিলম্বে প্রতিভাত হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতায় বিশিষ্টজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষণ-বিশেষ্যভাবের যে প্রতীতি ঘটে, তা মূলত সবিকল্পক প্রত্যক্ষের অন্তর্গত। নির্বিকল্পক স্তরে কেবল বস্তুর স্বরূপ উদ্ভাসিত হলেও সবিকল্পক স্তরে জাতি, গুণ ও

[7] গৌতম। *ন্যায়দর্শনম (বাৎস্যায়নভাষ্য ও ফণিভূষণ তর্কবাগীশকৃত ব্যাখ্যাসহ)*। সম্পাদিত ও অনূদিত: ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১, পৃ. ১০০।

[8] অন্নংভট্ট। *তর্কসংগ্রহ: দীপিকা টীকা ও সিদ্ধান্ততত্ত্ব ব্যাখ্যাসহ*। সম্পাদিত: পঞ্চানন তর্করত্ন, ৩য় সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৮৮, পৃ. ২৮।

কর্মবিশিষ্ট বস্তুর যে ঐক্যবদ্ধ অনুভব হয়, সেখানে সমবায় সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ অনিবার্য। এমনকি শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রেও শব্দ ও আকাশের সম্বন্ধ সমবায় সন্নিকর্ষের মাধ্যমেই সিদ্ধ হয়, যা সমবায়ের সর্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাকে সমর্থন করে।

তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে আচার্য গঙ্গেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করেছেন যে সমবায় যদি প্রত্যক্ষগোচর না হতো, তবে বিশিষ্টজ্ঞানের প্রামাণ্য ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। পঞ্চাবয়ব ন্যায়ে ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ভ্রমের অবকাশ থাকায় অনুমাননির্ভর সিদ্ধান্ত তাত্ত্বিক অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে পারে। তাই নব্যন্যায় মতে গুণ-গুণী বা জাতি-ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধটি কেবল বৌদ্ধিক অনুমান নয়, বরং তা ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের মাধ্যমে লব্ধ এক স্বতঃসিদ্ধ অনুধাবন। সুতরাং, ন্যায়দর্শনে সমবায়কে সপ্তম পদার্থরূপে স্বীকার করে তাকে লৌকিক প্রত্যক্ষানুভবের আধারে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এর ফলে জ্ঞানতত্ত্বে অব্যভিচারিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয় এবং যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে অজ্ঞাননিবৃত্তি ঘটিয়ে মোক্ষপ্রাপ্তির পথ সুপ্রসারিত হয়।

বৈশেষিক মত (অনুমান): বীপরিতে, মহর্ষি কণাদ প্রবর্তিত বৈশেষিক দর্শন প্রমাণতত্ত্বে লাঘবতা স্বীকার করে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দ্বিবিধ প্রমাণের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। এই পরম্পরায় আচার্য প্রশস্তপাদ ও শঙ্কর মিশ্র সমবায়কে এক অতীন্দ্রিয় নিত্য এবং অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ রূপে প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁদের মতে সমবায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নয় কারণ চাক্ষুষ বা অন্যান্য প্রত্যক্ষ কেবল দ্রব্য গুণ ও কর্মকে গ্রহণ করতে পারে কিন্তু তাদের মধ্যবর্তী সম্বন্ধকে নয়। এই কারণে বৈশেষিকগণ নৈয়ায়িকসম্মত সমবায় সন্নিকর্ষ তত্ত্বটিকে কল্পনাপ্রসূত বলে সমালোচনা করেন। বৈশেষিক যুক্তিতে ইন্দ্রিয় কেবল আধারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আধেয়কে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেও সম্বন্ধকে সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ আকাশ ও শব্দের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈয়ায়িকগণ শ্রোত্রেন্দ্রিয় দ্বারা সমবায় প্রত্যক্ষের কথা বললেও বৈশেষিক মতে শব্দ আকাশের গুণরূপে প্রত্যক্ষ হয় এবং তাদের সম্বন্ধটি অনুমানসিদ্ধ থাকে। সমবায় জ্ঞানের উৎপত্তি মূলত ইহ প্রত্যয় অর্থাৎ এখানে এটি আছে এইরূপ বিশিষ্ট বুদ্ধি এবং আধার আধেয়ভাবের অবিচ্ছেদ্য যৌক্তিক অনিবার্যতা থেকে নিঃসৃত হয়। তন্তু ও পট অথবা ব্যক্তি ও জাতির ক্ষেত্রে উভয় পদার্থ প্রত্যক্ষগোচর হলেও তাদের অবিচ্ছিন্ন বন্ধনটি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অযোগ্য। বৈশেষিকগণের মতে এই সম্বন্ধটি সংযোগের ন্যায় অনিত্য বা বিচ্ছেদযোগ্য নয় বরং এটি একটি অদৃশ্য ও অবিভাজ্য শক্তি যা কেবল অনুমানের মাধ্যমেই সিদ্ধ হয়। আধেয় ও আধারের এই নিত্য সম্বন্ধটি প্রত্যক্ষের পরিধি বহির্ভূত হওয়ায় একে কেবল এক যৌক্তিক ভিত্তি হিসেবেই গণ্য করা যুক্তিযুক্ত।

প্রশস্তপাদভাষ্যে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, রক্তবর্ণ তুলো প্রত্যক্ষ করার সময় চক্ষুরিন্দ্রিয় পৃথকভাবে দ্রব্য ও গুণ উপলব্ধি করলেও তাদের মধ্যবর্তী সমবায় সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষে ধরা পড়ে না। সমবায় যদি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হতো তবে তার নিত্যতা ও অবিভাজ্যতা ইন্দ্রিয়গোচর হওয়া উচিত ছিল যা বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিপন্থী। অতএব সমবায়কে কেবল অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ পদার্থ হিসেবেই গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত যেখানে ভেদ ও অভেদের এককালীন সহাবস্থান বা একস্থানীয়তা থেকে এই সম্বন্ধের অনুমান ঘটে। বৈশেষিক দার্শনিকগণ ন্যায়সম্মত পঞ্চাবয়ব যুক্তির কাঠামো অর্থাৎ পক্ষ হেতু দৃষ্টান্ত উপনয় ও নিগমনের মাধ্যমে এই অদৃশ্য সম্বন্ধটি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে লিঙ্গ ও লিঙ্গী সম্পর্কের সাহায্যে সমবায়ের সত্তা নির্ণীত হয় যা মূলত অযুতসিদ্ধ ভেদাভেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিশেষণ বিশেষ্যভাব সন্নিকর্ষটি অভাব সাপেক্ষ জ্ঞানব্যবস্থার অন্তর্গত হওয়ায় সমবায়ের ন্যায় ভাবাত্মক পদার্থের প্রত্যক্ষতা এই প্রক্রিয়ায় সম্ভব নয়।

কোনো সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হওয়ার জন্য প্রতিযোগী ও অনুযোগী উভয়েরই প্রত্যক্ষযোগ্য হওয়া আবশ্যক কিন্তু সমবায় সর্বব্যাপী ও এক হওয়ায় তা সর্বত্র প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে না। এই কারণে বৈশেষিকগণ সমবায়কে সত্তার ন্যায় অতীন্দ্রিয় মেনে ইহবুদ্ধি ও অনুমানের ওপর নির্ভর করেন। তাঁরা মনে করেন সংযোগের ন্যায় সমবায় প্রত্যক্ষগোচর নয় বরং এটি আধার ও আধেয়ের এক অবিচ্ছেদ্য যৌক্তিক বন্ধন।

অন্নম্ভট্ট প্রবর্তিত ন্যায়দর্শনে সবিকল্পক প্রত্যক্ষের স্তরে রক্তিমতাযুক্ত তুলোত্ববিশিষ্ট দ্রব্যের যে বিশিষ্ট জ্ঞান হয়, সেখানে সমবায় সম্বন্ধটি অন্তর্নিহিত থাকে বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু বৈশেষিক দার্শনিকগণ এই লৌকিক প্রতীতিকে প্রত্যক্ষ না মেনে একে আধার ও আধেয়ের সম্মিলিত উপলব্ধি হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের মতে সমবায় সর্বতোভাবে সূক্ষ্ম, অদৃশ্য এবং যুক্তিাশ্রয়ী এক অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ পদার্থ। তাঁদের যুক্তিতে সমবায়ের সঙ্গে সম্বন্ধীর প্রত্যক্ষযোগ্য কোনো ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ না থাকায় এটি অতীন্দ্রিয় হিসেবে বিবেচিত হয়। যদি সমবায়কে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য করা হতো তবে তাকে পুনরায় অন্য কোনো আশ্রয়ে সমবেত থাকতে হতো এবং এইভাবে অনবস্থা দোষের সৃষ্টি হতো। এই যৌক্তিক সংকট এড়াতে বৈশেষিকগণ সমবায়কে স্বাত্মস্থিতিক বা নিজস্ব স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত এবং অসমবেত পদার্থ বলে স্বীকার করেন, যা কেবল অনুমেয়।

সংযোগ ও বিভাগের অনিত্যতা মূলত সমবায়ের নিত্যতাকেই পরিস্ফুট করে তোলে। দণ্ড ও পুরুষের সংযোগ স্থাপনযোগ্য বা বিচ্ছেদযোগ্য হলেও গুণ ও গুণী অথবা ক্রিয়া ও ক্রিয়াবানের সম্পর্ক অযুতসিদ্ধ ও অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং এই অবিনাশী এবং অবিভাজ্য নিত্য সম্বন্ধটি প্রত্যক্ষের পরিধি বহির্ভূত হলেও যুক্তিসিদ্ধ এক পরম তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

কাজেই উপরোক্তপায়ে দেখতে পাচ্ছি, ন্যায় ও বৈশেষিক মতভেদের কেন্দ্রে রয়েছে প্রমাণতত্ত্বের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি : ন্যায় যেখানে প্রত্যক্ষকে প্রাধান্য দিয়ে সমবায়কে স্বতঃসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষগম্য বলে মান্য করে, বৈশেষিক সেখানে সমবায়ের মতো সূক্ষ্ম পদার্থের ক্ষেত্রে অনুমানকেই একমাত্র বৈধ প্রমাণরূপে প্রতিষ্ঠা করে এবং নৈয়ায়িকদের অবস্থানকে "প্রত্যক্ষের অতিরঞ্জন" বলে সমালোচনা করে।

সমন্বয়বাদ: আচার্য প্রশস্তপাদ প্রণীত *পদার্থধর্মসংগ্রহ* গ্রন্থে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের এক অনন্য সমন্বয় সাধিত হয়েছে। এখানে ন্যায়ের প্রত্যক্ষ ও বৈশেষিকের অনুমানকে পরস্পরের পরিপূরক রূপে গ্রহণ করে সমবায়কে ষষ্ঠ পদার্থ হিসেবে সপ্রতিষ্ঠ করা হয়। এই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রত্যক্ষ সমবায়ের অস্তিত্ব প্রতীতি করে এবং অনুমান তার প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণে সহায়তা করে। ফলে প্রত্যক্ষের সরলতা ও অনুমানের যুক্তিগম্ভীরতা একত্রে বিন্যস্ত হয়। পরবর্তীকালে উদয়নাচার্য তাঁর *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি* গ্রন্থে এই সমন্বয়কে আরও সুসংহত রূপ দান করেছেন। তাঁর মতে সমবায় প্রথমে প্রত্যক্ষে প্রতিভাত হলেও এর নিত্যতা, একত্ব ও অযুতসিদ্ধতা কেবল অনুমানের মাধ্যমেই নিশ্চিতভাবে নিরূপিত হওয়া সম্ভব। ন্যায় বৈশেষিক সমন্বয়ে এক দ্বিস্তরীয় জ্ঞানতত্ত্ব পরিলক্ষিত হয় যেখানে প্রত্যক্ষ সমবায়ের সত্তাকে অবিলম্বে উপস্থাপন করে আর অনুমান তার সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ ঘটায়।

এই সমন্বয়ের ফলে ন্যায় ও বৈশেষিক মতের মৌলিক বিরোধগুলি এক নতুন তাত্ত্বিক ভারসাম্য লাভ করে যা ভারতীয় দর্শনের বাস্তববাদী পরম্পরাকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রমাণতত্ত্বের এই দ্বৈততা সমবায় তত্ত্বে বিতর্কের উৎস হিসেবে অবশিষ্ট থাকলেও তা দর্শনকে অধিকতর বিশ্লেষণাত্মক গভীরতা প্রদান করেছে। এই বৈচারিক দ্বন্দ্বই মূলত ভারতীয় বস্তুবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে।

এখন সমবায়ের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বৈশেষিকরা একটি অনুমান প্রস্তাব করেন-

"গুণক্রিয়াদিবিশিষ্টবুদ্ধিঃ বিশেষণবিশেষ্যসম্বন্ধবিষয়া, বিশিষ্টবুদ্ধিত্বাৎ, দণ্ডপুরুষ ইতি বিশিষ্টবুদ্ধিবৎ।"[9]

এখানে 'গুণ-ক্রিয়া-বিশিষ্ট বুদ্ধি' পক্ষ, 'বিশেষণ–বিশেষ্যসম্বন্ধবিষয়তা' সাধ্য, এবং 'বিশিষ্টবুদ্ধিত্ব' হেতু। যেমন দণ্ডী পুরুষ এই জ্ঞানে দণ্ড ও পুরুষের মধ্যে একটি সম্বন্ধ অবশ্যম্ভাবী, অন্যথা এই প্রকার বিশিষ্ট জ্ঞান সম্ভব হতো না। তবে এই অনুমানের মাধ্যমে কেবল একটি সাধারণ সম্বন্ধের অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়, কোনো বিশেষ সম্বন্ধের নয়। যদি বিশেষ সম্বন্ধই অনুমেয় হতো, তবে সংযোগকেও অনুমানের মাধ্যমেই জানতে হতো যা বৈশেষিকগণ স্বীকার করেন না। দ্রব্য ও গুণ উভয়ই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়া সত্ত্বেও বৈশেষিকগণ সমবায়কে প্রত্যক্ষের পরিধি বহির্ভূত রেখে অনুমানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সুতরাং, বৈশেষিক মতে প্রত্যক্ষ কেবল আধার ও আধেয়ের সম্মিলিত প্রতীতি প্রদান করে কিন্তু সমবায়ের স্বরূপ উদ্ভাসিত করে না। সমবায় এক নিত্য, অবিভাজ্য ও অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ যা সংযোগের ন্যায় অনিত্য বা বিচ্ছেদযোগ্য নয়। এই কারণেই ইন্দ্রিয়াতীত সমবায়কে অনুমেয় পদার্থ হিসেবে গণ্য করা যৌক্তিক বলে তাঁরা মনে করেন।

উপসংহার: উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, ন্যায়–বৈশেষিক দর্শনে সমবায় কেবল একটি সম্বন্ধমাত্র নয়, বরং জগতের অন্টোলজিক্যাল গঠন ও কার্যকারণ সংগতি ব্যাখ্যার এক অপরিহার্য তাত্ত্বিক ভিত্তি। অযুতসিদ্ধি ও আধার আধেয়ভাবের নিরিখে এটি এমন এক নিত্য ও অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র, যা অবয়ব অবয়বী, গুণ গুণী, ক্রিয়া ক্রিয়াবান এবং জাতি ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে এবং ইহপ্রত্যয়ের মাধ্যমে বিশিষ্টজ্ঞানকে সম্ভবপর করে তোলে। এর একত্ব ও নিত্যত্ব জাগতিক বৈচিত্র্যের অন্তরালে এক সুসংগঠিত ও অবিচ্ছিন্ন কাঠামোর অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করে; অন্যথায় দ্রব্য গুণ, কার্য কারণ এবং সামান্য বিশেষের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যাতীত হয়ে জগত বিচ্ছিন্ন সত্তাসমষ্টিতে পরিণত হতো।

সমবায় পদার্থের অস্তিত্ব ও সিদ্ধি সম্পর্কিত মতভেদ মূলত ভারতীয় প্রমাণশাস্ত্র ও পদার্থতত্ত্বের এক গভীর দ্বান্দ্বিক প্রতিফলন। নৈয়ায়িকদের প্রত্যক্ষবাদ এবং বৈশেষিকদের অনুমানবাদ এই বিতর্ককে তাত্ত্বিক গভীরতা প্রদান করেছে। এই প্রসঙ্গে প্রশস্তপাদ ও উদয়নাচার্য সমন্বয়মূলক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, যেখানে প্রত্যক্ষ সমবায়ের সত্তাকে প্রতীয়মান করে এবং অনুমান তার নিত্যতা ও অযুতসিদ্ধ স্বরূপকে যুক্তিসংগতভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই দ্বিমুখী পদ্ধতির মাধ্যমে সমবায়ের দার্শনিক উপযোগিতা পূর্ণতা লাভ করে এবং তা সপ্তপদার্থের এক অপরিহার্য ভিত্তি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমন্বিত বিশ্লেষণের ফলে সমবায় কার্যকারণভাব ও অবয়ব অবয়বীর অলঙ্ঘ্য ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরমাণুবাদের আলোচনায় পরমাণু ও দ্ব্যণুকের পারম্পর্য ব্যাখ্যায় এর নিত্য অস্তিত্ব অপরিহার্য হয়ে ওঠে, যা জগতের বাস্তবতা ও স্থায়িত্বকে সুসংহত করে। গুণ গুণীর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের ব্যাখ্যায় এটি বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদ বা সাংখ্য অভেদতত্ত্বের বিপরীতে একটি স্বতন্ত্র তাত্ত্বিক সংহতি নির্মাণ করে।

প্রয়োগক্ষেত্রেও সমবায়ের গুরুত্ব অনস্বীকার্য; দ্রব্য ও গুণের অবিচ্ছেদ্য সংলগ্নতা এর মাধ্যমেই যুক্তিসিদ্ধ হয়। নৈতিক স্তরে এটি কর্মফলের সুশৃঙ্খল বিন্যাস ব্যাখ্যা করে আত্মা ও তদ্গত ধর্মসমূহের নিত্য সংযোগ স্থাপন করে মুক্তির পথকে সুস্পষ্ট করে। অতএব, সমবায় কোনো সাধারণ সম্বন্ধ নয়, বরং জগতের বস্তুগত

[9] প্রশস্তপাদ। *প্রশস্তপাদভাষ্যম্: পদার্থধর্মসংগ্রহ (ন্যায়কন্দলী ও বিবৃতি টীকাসহ)*। সম্পাদিত এবং অনূদিত: দামোদর চঞ্চল ভট্টাচার্য, ২য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৩, পৃ. ৩০৩।

সংহতি, জ্ঞানশৃঙ্খলা এবং কার্যকারণ নীতির এক মৌলিক ভিত্তি; এর যথার্থ অনুধাবন জাগতিক বৈচিত্র্যের অন্তরালে নিহিত শাশ্বত ঐক্যকে উদ্ভাসিত করে এবং দর্শনের চূড়ান্ত লক্ষ্যকে সুসংগতভাবে প্রতিষ্ঠা করে।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। অন্নম্ভট্ট। তর্কসংগ্রহ। সম্পাদিত: শ্রী নারায়ণ গোস্বামী, ২য় পরিবর্তিত সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৯০।

২। অন্নম্ভট্ট। তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহদীপিকা। অনুবাদ ও ব্যাখ্যা: দীপক কুমার বাগচী, মিত্রম্, কলকাতা, ২০১০।

৩। উদয়ন, আচার্য। কিরণাবলী (প্রথম খণ্ড)। সম্পাদিত: গৌরীনাথ শাস্ত্রী, প্রথম পর্ষদ, জানুয়ারি ১৯৯০।

৪। তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ। ন্যায় দর্শন (প্রথম খণ্ড)। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

৫। ভট্টাচার্য, আশুতোষ। ভারতীয় দর্শন। পকুই পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০২০।

৬। ভট্টাচার্য, করুণা। ন্যায়বৈশেষিক দর্শন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

৭। ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ। ভাষাপরিচ্ছেদ: সিদ্ধান্তমুক্তাবলী সমেত। দেবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, কলকাতা, ১৯১৩।

৮। প্রশস্তপাদাচার্য। প্রশস্তপাদভাষ্যম (প্রথম ভাগ)। অনুবাদক: ব্রহ্মচারী মেধা চৈতন্য দণ্ডস্বামী দামোদরাশ্রম, ১ম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭।

৯। রায়চৌধুরী, অনামিকা। ভাষাপরিচ্ছেদ। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ২০০৮।

১০। সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু। ভারতীয় দর্শন (প্রথম খণ্ড)। ব্যানার্জি পাবলিশার্স।

১১। Hiriyanna, M. Outlines of Indian Philosophy. 6th impression, George Allen & Unwin Ltd., 1967.

১২। Sharma, C. A Critical Survey of Indian Philosophy. Motilal Banarsidass, 1979.

১৩। Shastri, Biswanarayan. Samavaya: Foundation of Nyaya-Vaisesika Philosophy. Sharada Publishing House, 1993.

১৪। Vidyabhusana, S. C. A History of Indian Philosophy. Motilal Banarsidass, 1988.